জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 17 ❑ 13 July, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ALANKAR

অলঙ্কার

যশোহর রোড • বনগাঁ

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

M : 9733901247

রক্তস্নাত বনগাঁ

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত ভোটে বনগাঁ মহকুমার রং সবুজ। একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে মহকুমার ৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হলো শাসক তৃণমূল। অন্যদিকে পঞ্চায়েত ভোট এবং গণনায় সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা।

বনগাঁ ব্লকে ভোট গণনা শুরু হয় বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে। সকাল থেকে গণনা কেন্দ্রের মধ্যে বহিরাগতদের দাপাদাপি শুরু হয়। পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনে তারা দাপিয়ে বেড়ালেও পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ। এই সুযোগ নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির বহিরাগতদের মধ্যে ব্যাপক মারপিট বেধে যায়। বাঁশ ইট নিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘর্ষের ঘটনায় তৃণমূলের ২-জন জখম হয়।

তারমধ্যে ছিলেন ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী স্বরূপ বিশ্বাস। এই ঘটনার পর অবশ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বহিরাগতদের ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে

গণনার দিন আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী স্বরূপ বিশ্বাস। ছবি ঃ নিজস্ব

তারা বের করে দেন। এরপরই দুষ্কৃতীরা গণনা কেন্দ্রের বাইরে ব্যাপক বোমাবাজি করে। গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। স্বপন বাবুর অভিযোগ, তৃণমূলের জেলা সভাপতির নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা গণনা কেন্দ্র দখল করে নেয়। বিজেপির প্রার্থী এজেন্টদের মেরে বার করে দেওয়া হয়। নিজেদের মতো করে ওরা ভোট গণনা করে নিয়েছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, 'মারধরের ঘটনায় আমাদেরই দুই জন জখম হয়েছে। জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। পরাজয় ঢাকতে মিথ্যা দোষারোপ করছে।' এদিন বাগদা ব্লকের গণনা হয় হেলেঞ্চা হাইস্কুলে এবং গাইঘাটা ব্লকের গণনা হয় গাইঘাটা পলিটেকনিক কলেজে। বনগাঁ ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৬টিতেই তৃণমূল জয়লাভ করেছে। বাগদার ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫-টিতে তৃণমূল জয়লাভ করেছে। পাশাপাশি গাইঘাটা ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টিতে তৃণমূল জয়লাভ করেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের আশা পঞ্চায়েতের এই ফল আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাদের ভালো ফল করতে সাহায্য করবে।

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

*তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২১টি। তৃণমূল- ১৬টি। বিজেপি ৪টি। কংগ্রেস ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সুপ্রিয়া হালদার	তৃণমূল	৩৬৬	মমতা বর্মন	নির্দল	৩৫৬
কামরুন নাহার মণ্ডল খাঁ	তৃণমূল	৫৭৮	সগুপ্তা জাফর বিশ্বাস	সিপিআইএম	৬৩
সুভাষ মজুমদার	তৃণমূল	৩৪৩	দীপক গোলদার	বিজেপি	২২৩
বসিরুদ্দিন মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯৫	ইবাদুর মণ্ডল	সিপিআইএম	৪০৬
লক্ষ্মীরাণী মণ্ডল	তৃণমূল	২৬৮	সুস্মিতা বিশ্বাস	বিজেপি	১৭৯
রণিতা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯০	কল্পনা সাহা (দাস)	বিজেপি	৪৬১
গোপাল বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৯৫	ফুলটুসি বিশ্বাস	বিজেপি	৩১১
লিলিমা সর্দার	বিজেপি	৩৬৩	সনকা সরদার ওরাং	তৃণমূল	৩৩৮
অরবিন্দ তরফদার	তৃণমূল	৫২৯	সেলিম মণ্ডল	সিপিআইএম	৫১৯
সুস্মিতা মুখার্জী বর্মন	বিজেপি	৫২০	শম্পা মণ্ডল বৈরাগী	তৃণমূল	৩৩০
অর্জুন দলপতি	তৃণমূল	৩২০	শঙ্কর কুমার রায় সুজন	কংগ্রেস	২০০
পবিত্র সরদার	কংগ্রেস	৪৮৩	গফফর মণ্ডল	তৃণমূল	৪০১
শিল্পী বালা	বিজেপি	৪৯০	সবিতা রাণী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৫৮
সমীর কুমার মজুমদার	তৃণমূল	৪৪৫	গৌরাঙ্গ মণ্ডল	সিপিআই	৩৩৭
শ্রাবণী বিশ্বাস	তৃণমূল	৩০৬	জয়ন্তী বসু	বিজেপি	২৫৭
সুনিতা রাণী মণ্ডল	তৃণমূল	৩২০	আরতি বিশ্বাস বৈদ্য	বিজেপি	২০৬
সঞ্জয় হালদার	বিজেপি	৩৮০	সুশিত বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৩
সাবানা সরদার	তৃণমূল	৪৩৭	লক্ষ্মী মণ্ডল	সিপিআইএম	৩২২
ইন্দ্রজিৎ শাঁখারী	তৃণমূল	৬১৫	লিপিকা খাতুন তরফদার	সিপিআইএম	৩২২
নীলপদ বালা	তৃণমূল	৫৬৯	স্বপ্না বৈরাগী বিশ্বাস	বিজেপি	৪১১
অনিতা বালা	তৃণমূল	৫৭২	সুবীর কুমার পোদ্দার	সিপিআইএম	৪০৪

ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ১২টি। তৃণমূল- ৮টি। সিপিআইএম- ৩টি। বিজেপি ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
কাজল সরদার	সিপিআইএম	১৬১	তপতী দাস বিশ্বাস	তৃণমূল	১৫১
পার্থ বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৪১	শিল্পী সরদার	বিজেপি	২৬৩
মধুমিতা বালা	তৃণমূল	৫৪০	মিতালি বিশ্বাস অধিকারী	বিজেপি	৩০৬
সত্যবতী মণ্ডল	তৃণমূল	৫১৫	আন্না পান্ডে	বিজেপি	৩৫১
ভগীরথ বিশ্বাস	সিপিআইএম	৫৯৪	পরিমল চন্দ্র বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৭
পারুল রায়	তৃণমূল	৩২০	দীপা বিশ্বাস	বিজেপি	২৯৯
রীতা মণ্ডল	বিজেপি	২৮৭	সঞ্জয় বাইন	তৃণমূল	২৫৩
মধুসূদন মিস্ত্রী	তৃণমূল	৩৮৩	রঞ্জন দাস	সিপিআইএম	৩৭৮
তাপসী মালাকার	তৃণমূল	৫২১	জপমালা সরকার	সিপিআইএম	২৮৬
সঞ্জিব মণ্ডল	তৃণমূল	৫০৬	সমীর তালুকদার	বিজেপি	৪৪৩
শঙ্করী বিশ্বাস	সিপিআইএম	৩৫৪	হরিদাসী বিশ্বাস	তৃণমূল	২৪১
স্বরুপ বিশ্বাস	তৃণমূল	৪২৫	বিমল চন্দ্র সরদার	সিপিআইএম	৩৭১

গাঁড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ২৬টি। বিজেপি ৪টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
মিতালী বিশ্বাস	তৃণমূল	২২৩	কল্যানী হালদার	বিজেপি	১৯৩
সঞ্জয় হালদার	বিজেপি	২৪৯	নারায়ণ বৈরাগী	তৃণমূল	২৩৭
মৌসুমি দাস	তৃণমূল	৩০৩	জ্যোৎস্না বিশ্বাস	বিজেপি	১৮৯
সীমা পাণ্ডে	তৃণমূল	৪০৪	গৌরী বিশ্বাস স্যান্নাল	বিজেপি	২৫৮
সৌরিশ সিকদার	তৃণমূল	৪২৬	কুণাল বিশ্বাস (জিতু)	বিজেপি	৪১১
সুনিতি মণ্ডল	তৃণমূল	৩৮৯	রুমা দাস	সিপিআইএম	২৭৫
দুলাল চন্দ্র মাঝি	তৃণমূল	৪৯৭	দীনবন্ধু ছৈয়াল	বিজেপি	৩৩৯
বনফুল সরকার	বিজেপি	৩৫৭	মল্লিকা দেওয়ান	তৃণমূল	৩২৭
সুষমা ছৈয়াল	তৃণমূল	৩৪৮	সাথী মাঝি	বিজেপি	২৩১
অপর্ণা মণ্ডল	তৃণমূল	৫১৩	স্বপ্না ঘোষ মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৩৫
জয়দেব হালদার	তৃণমূল	৪৭৩	প্রাণতোষ সমাজদার	সিপিআই	১৯৬
সরস্বতী সরকার	তৃণমূল	৩৫৫	মাধবী হালদার	সিপিআইএম	১৮১
পিযুষ কুমার বিট	তৃণমূল	৫৪৭	শুভমালা নায়েক	বিজেপি	৪৩১
আরতি দাস রায়	তৃণমূল	৩৮৮	বাসন্তী হালদার	এআইএফবি	১৭৯
শঙ্কর দেব	তৃণমূল	৩৯৪	অনিমা রায় চৌধুরী	সিপিআইএম	২৩১
রুমা রাহা	তৃণমূল	২৮১	অনন্যা রায়	বিজেপি	২৩৯
সুশান্ত দত্ত	তৃণমূল	৪২৬	বিমল বিশ্বাস	বিজেপি	৩৯৮
মৌসুমি চন্দ্র নন্দী	তৃণমূল	৪৩২	ঝর্ণা মল্লিক	সিপিআই	১৮২
সুবির মিত্র	তৃণমূল	৫৯৭	কৃষ্ণপদ দত্ত	সিপিআই	২৯১
সোনালী মণ্ডল খাতুন	তৃণমূল	৬৯৯	সাইনা খাতুন মণ্ডল	সিপিআইএম	৫২
বিট্টু সরদার	তৃণমূল	৪৫৮	সমাপ্তি সরদার	বিজেপি	৩৩৩
পিয়ালী মণ্ডল	তৃণমূল	২৭০	মায়া ব্যাপারী মাঝি	বিজেপি	২৪৫
তপন মালাকার	তৃণমূল	৩২৮	সুকুমার রায় (বাবু)	বিজেপি	২৮৫
গোবিন্দ বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৬৬	বিষ্ণুপদ দাস	বিজেপি	৩৩৬
স্মৃতিকণা মল্লিক	বিজেপি	২৬৪	শম্পা বিশ্বাস	কংগ্রেস	২৩৯
সাগর সিকদার	বিজেপি	৩৭৯	সুব্রত সরকার	তৃণমূল	৩৭১
নিলিমা পাল	তৃণমূল	৩৯৫	রত্না মল্লিক	বিজেপি	৩৮৩
মনোরঞ্জন বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৩	সুবোধ হালদার	বিজেপি	১৩১
বাসুদেব ঘোষ	তৃণমূল	৩৬০	সুভাষ দত্ত	বিজেপি	২০৮
সুবীর কুমার বৈদ্য	তৃণমূল	৩১০	তন্ময় মণ্ডল	বিজেপি	১৯৮

জয়ী প্রার্থীকে শংসাপত্র না দেওয়ার অভিযোগ

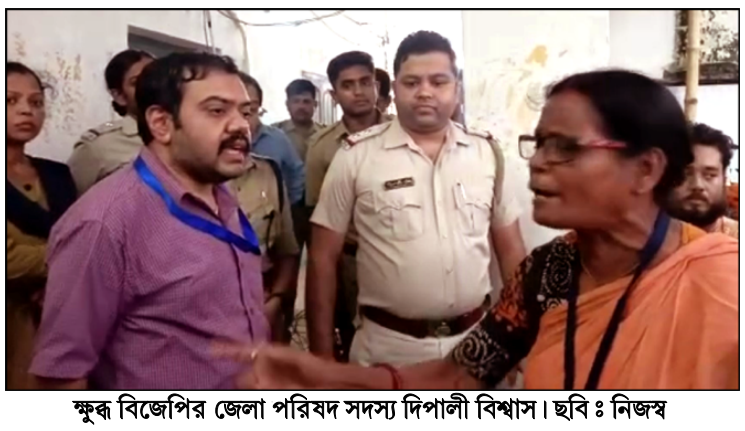

ক্ষুব্ধ বিজেপির জেলা পরিষদ সদস্য দিপালী বিশ্বাস। ছবি ঃ নিজস্ব

প্রতিনিধি ঃ বাগদার জেলা পরিষদের ১ নম্বর আসনে বিজেপি প্রার্থী দিপালী বিশ্বাস জয়ী হওয়া সত্ত্বেও বিডিও তৃণমূল প্রার্থী শম্পা অধিকারীকে জয়ী ঘোষণা করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকে বাগদার হেলেঞ্চায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। হেলেঞ্চা হাই স্কুলে ছিল ভোট গণনা কেন্দ্র। উত্তেজিত বিজেপি কর্মী স্কুলে বিক্ষোভ দেখান। পরে নেতা-মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে বনগাঁ বাগদা সড়ক অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই ঘটনার জন্য বাগদার মা বোনেরা বিডিওকে ঝাঁটাপেটা করবেন।

বিজেপির জেলা পরিষদের প্রার্থী দিপালী বিশ্বাসের অভিযোগ, 'মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ গণনা শেষ হয়। পাঁচ হাজারেরও বেশি ভোটে আমি জয়লাভ করি। কিন্তু বিডিও নানা টালবাহানা করে আমাকে জয়ী শংসাপত্র দেননি।

সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ বিডিও সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় জেলা পরিষদের ফলাফল ঘোষণা করেন। তাতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল প্রার্থী শম্পা অধিকারী জয়লাভ করেছেন। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে আসেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রামপদ দাস।

বিজেপি কর্মীরা হেলেঞ্চাতে বনগাঁ বাগদা সড়ক অবরোধ করে। গার্ডরেল ভ্যান দিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'পিপালী বিশ্বাস সাড়ে পাঁচ

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas

Complete Logistic Solution

(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,

5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১৭ ❐ ১৩ জুলাই, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞায় বুড়ো আঙুল!

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি ও হিংসায় প্রথম থেকেই রাজ্য পুলিস প্রশাসন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দিকেই আঙুল তুলছে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু এর মধ্যেই সিভিক ভলান্টিয়ারকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করাকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের তাবেদারি করছে, সে কারণেই বহু বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার না করে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের বহু বুথে সিভিক ভলান্টিয়ারকে দেখা গেছে রীতিমত পুলিশের ভূমিকায়। কোথাও সিভিক ভলান্টিয়ার লাইন সামলাচ্ছেন, কোথাও সামলাচ্ছেন ঝামেলা। কিংবা কোথাও বুথ পাহারার কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়ারকে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সিভিক ভলান্টিয়ারকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা হল কেন? যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে শনিবার বিরোধীরা সব পক্ষই কমিশনের বিরোধিতা করে জানিয়েছিল। নির্বাচন সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ করার কোনো ইচ্ছেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ছিলনা। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন নিয়েও জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টের পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দিয়েছিল, কোনোভাবেই নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার ব্যবহার করা যাবেনা। এছাড়া সম্প্রতি রাজ্য পুলিস প্রশাসনের তরফে একটি নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছিল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারকে ব্যবহার করা যাবে না। তা সত্ত্বেও কেন এই নিয়ম মানা হলো না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, এখনও অবধি হওয়া হিংসায় রাজ্যে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও সে বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা শনিবারই জানিয়েছিলেন, ভোট শান্তিপূর্ণ করা রাজ্য পুলিস ও প্রশাসনের দায়িত্ব। কোনোভাবেই সেই দায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর বর্তায় না এবং রবিবার সকালে তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চাঁদপাড়ায় রেকর্ড ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ইতা লোধ

নীরেশ ভৌমিক ঃ সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে রেকর্ড ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকুরিয়া গ্রামের ১৭৪নং বুথের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইতা লোধ (রায়)।

গ্রাম সভার এই বুথের ১৩০২ জন ভোটারের মধ্যে এদিন ভোট দানে অংশগ্রহণ করেন ১০১৬জন ভোটার। তৃণমূল প্রার্থী ইলা দেবী ৫৮৩টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বি বিজেপি প্রার্থী জলি রায় পান ২৩১টি ও বাম জোটের সিপিআইএম প্রার্থী অর্পিতা রায় (ভট্টাচার্য) পান ১৭৮টি ভোট।

গ্রামেরই বাসিন্দা ও প্রতিবেশী অমিয় বালা জানান, গ্রামেরই স্থায়ী বাসিন্দা অবিভক্ত এই বুথেরই প্রাক্তণ পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম লোধের সহধর্মিনি ও আশা কর্মী ইতা দেবীর কর্মনৈপুন্য ও মধুর ব্যবহার তাকে এত মানুষের ভোট পেতে সহায়তা করেছে। ইতা দেবীর এই বিপুল জয়ে অতিশয় খুশি তৃণমূলকর্মী সমর্থকগণ। সকলেরই আশা এলেকার সার্বিক উন্নয়নে ইতাদেবী সদা সচেষ্ট থাকবেন।

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ২১টি। বিজেপি ৬টি। সিপিআইএম- ২টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
দীপা রায়	বিজেপি	৫৭৩	শ্রাবণী রায়	তৃণমূল	৫০৮
অপর্ণা ঘোষ	তৃণমূল	৪৯৯	বাসন্তী ঘোষ	নির্দল	২৮৩
দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস	বিজেপি	২৪৬	সুকান্ত মণ্ডল	তৃণমূল	২৩১
সন্ধ্যা হাজরা	তৃণমূল	২১১	রানী হাজরা	সিপিআইএম	২০৫
সুগন্ধা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৩৫	সিতু বিশ্বাস	নির্দল	৩২৪
পবিত্র কুমার বারুই	বিজেপি	৪৫৩	প্রেমচাঁদ সরদার	তৃণমূল	২৫৩
মাধুরী সরকার	তৃণমূল	৩৬৩	ইন্দ্রানী বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩৩
সবিতা গাইন	তৃণমূল	৩৯৮	রুমা বিশ্বাস	বিজেপি	২৬৩
সুভাষ বিশ্বাস	সিপিআইএম	৩২৭	শিরিশ ব্যাপারী	তৃণমূল	৩১৯
শ্যামপদ রায়	বিজেপি	৩৮৭	পিন্টু সরকার	তৃণমূল	৩৩৯
মাধবী রায়	তৃণমূল	৪৪৩	প্রভাতি বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩০
গনেশ চন্দ্র পোদ্দার	তৃণমূল	৪২৮	দীপা মজুমদার	বিজেপি	৩৫৮
দোলা ব্যাপারী	তৃণমূল	৫২১	সন্ধ্যা রায়	সিপিআইএম	২৭৪
জাহিমা মণ্ডল	সিপিআইএম	৬৭১	আসমাতারা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৪৪
নিমাই কুমার পাল	তৃণমূল	৫৯০	বাহারুল খান	নির্দল	৪৮৯
সবিতা মাঝি	তৃণমূল	৮৪৩	মাফুজা মণ্ডল	সিপিআইএম	২১৭
পূর্ণিমা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৫৪	অলোকা গাইন	বিজেপি	৩৪৪
বিপ্লব বিশ্বাস	বিজেপি	৪১৩	বিজয় রায়	তৃণমূল	৩৮৩
ঝর্ণা মণ্ডল	নির্দল	৩৩২	রাজেদা মণ্ডল	তৃণমূল	২৯২
সীমা সাঁতরা	তৃণমূল	৪৬৩	সুজতা হাজরা	বিজেপি	২৫৯
ইন্দ্রজিৎপাত্র	তৃণমূল	৩৬১	বিধান ঢালী	বিজেপি	৭৮
সোমনাথ বসু	তৃণমূল	৩৬৩	বিপ্লব বিশ্বাস	সিপিআইএম	১৯৫
মলিনা সরকার	তৃণমূল	৩১০	অঞ্জনা বিশ্বাস	বিজেপি	২৬৩
দেবিকা মৃধা	তৃণমূল	৩৬৫	মাম্পি মাঝি	বিজেপি	৩৩৬
স্বপ্না সরকার	বিজেপি	৫১৮	ভীম মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৪
বিজয় দাস	তৃণমূল	৪৭৮	রঘুনাথ সরকার	সিপিআইএম	১০৫
সামিনা মণ্ডল	তৃণমূল	৬৪১	আফাজুল্লেনেসা মল্লিক	সিপিআইএম	১৩
মিহির সরদার	তৃণমূল	৩৯৬	সুজয় সরদার	বিজেপি	৩৭৬
প্রদীপ বাছাড়	তৃণমূল	৪০৭	লোকমান মণ্ডল	সিপিআইএম	৩০৬
আলিম তরফদার	তৃণমূল	৭০৬	সুজিত ঘোষ	বিজেপি	২

ধর্ম্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২২টি। তৃণমূল- ১৪টি। বিজেপি ৫টি। সিপিআইএম ৩টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
অনু ঘোষ	তৃণমূল	৩০১	সুপন্না মল্লিক	সিপিআইএম	২৪১
শুক্লা সরকার	তৃণমূল	২৯৯	সীমা বিশ্বাস	বিজেপি	১৯০
বাপী বিশ্বাস	বিজেপি	৪৩৭	সুকমল বিশ্বাস	তৃণমূল	২৩১
জয়জয়ন্তী রায় সরকার	বিজেপি	২০৬	সুপ্রিয়া রায়	তৃণমূল	১৯৬
আলেয়া মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৯৬	লিপিকা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯২
শুকদেব শিকারী	তৃণমূল	৪১৭	সুনিত শিকারী	সিপিআইএম	৩৪২
রীতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৪৭	ডলি সরকার	বিজেপি	৩৬৬
অনিতা ঘোষ	তৃণমূল	৩১৭	সরস্বতী ঘোষ	বিজেপি	২১৯
রঞ্জন মজুমদার	তৃণমূল	৩০৬	প্রকাশ বিশ্বাস	বিজেপি	২৩৩
কুরবান মণ্ডল	তৃণমূল	১৮১	জিয়ারুল বিশ্বাস	সিপিআইএম	১৬৬
মমতা মণ্ডল	বিজেপি	৩৫১	রীতা শাঁখারী	তৃণমূল	২৮৯
সরজিৎ বালা	তৃণমূল	৩৬২	আনন্দ মণ্ডল	বিজেপি	৩২২
টিঙ্কু মণ্ডল	বিজেপি	৪৫৯	সুধা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৪৯
শান্তি বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৭৯	অমিয় কুমার বিশ্বাস	বিজেপি	১৬৮
রিঙ্কু ঘোষ	তৃণমূল	৩৪৩	পিঙ্কি মল্লিক	বিজেপি	২২৪
অনিতা দাস বিশ্বাস	বিজেপি	৪৩৬	রেবা মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৩
অভিক মণ্ডল	তৃণমূল	৪৫৩	বাসুদেব ঘোষ	সিপিআইএম	৩৪৬
রুমা মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৬০	ফাল্গুনী গাইন মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৪
ফরাজ মণ্ডল	সিপিআইএম	৬১২	আমজাদ তরফদার	তৃণমূল	২৭১
বর্ণালী হালদার	তৃণমূল	৪৩৪	সোনালী মুখার্জী	বিজেপি	২৩৯
তাপস মণ্ডল	তৃণমূল	৭৪২	মৌসুমি বিট	বিজেপি	২৪১
রেবা ঘোষ	তৃণমূল	৫৯৮	দেবব্রত দাস	বিজেপি	৪৭৭

ঘাট বাওড় গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২০টি। তৃণমূল- ১২টি। বিজেপি ৮টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সাহিনা বিশ্বাস মণ্ডল	তৃণমূল	৪৮৩	নাজিরা খাতুন মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৪৯
সোমা তালুকদার	তৃণমূল	৪৬৩	সরস্বতী বিশ্বাস পাটোয়ারী	সিপিআইএম	২৮০
প্রবীর মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৯	সুভাষ মণ্ডল	বিজেপি	২১২
স্মৃতিকা বিশ্বাস	বিজেপি	৩০৭	ইতু বিশ্বাস	তৃণমূল	২৮৯
হাফিজুর মণ্ডল	তৃণমূল	২৫০	আসরাফ মণ্ডল	সিপিআইএম	২২৮
সুব্রত মণ্ডল	বিজেপি	৩৪৫	ভজহরি মণ্ডল	তৃণমূল	২৫৯
শিপ্রা সরকার বাছাড়	বিজেপি	৪৯৩	বিউটি তরফদার	তৃণমূল	২৪৭
দিপালী মণ্ডল	তৃণমূল	২৯০	নিলিমা মল্লিক	বিজেপি	২৮৪
কর্ণকুমার ধর	বিজেপি	৩৬৭	প্রদ্যুৎ হালদার	তৃণমূল	২৩৯
শম্পা বিশ্বাস	তৃণমূল	২৫৩	সম্পা বিশ্বাস মণ্ডল	বিজেপি	২১৮
দেবেন্দ্র দাস	বিজেপি	২৮৯	সম্রাট মজুমদার	তৃণমূল	২১৬
দিপালী সরকার	বিজেপি	৩১৮	বাপী সরকার	তৃণমূল	২৫৯
আরাধনা সরকার	বিজেপি	৪০৫	মনিকা মণ্ডল	তৃণমূল	১৬৩
জামেনা মণ্ডল	তৃণমূল	৬৩৪	রাশিদা মণ্ডল	সিপিআইএম	৭২
ইজাজুল মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯৭	আরজুল আলি মণ্ডল	সিপিআইএম	১৩৪
আয়েশা সুলতানা চম্পা	তৃণমূল	৪১৫	শ্যামলী চক্রবর্তী	সিপিআইএম	৩৪৯
সরফরাজ মণ্ডল	তৃণমূল	৪৫৩	আসেরুদ্দিন মণ্ডল	সিপিআইএম	১৭৩
মায়া হালদার	বিজেপি	৪০৯	রেখা হালদার	তৃণমূল	৩০৮
মুস্তাফিজুর রহমান মৃধা	তৃণমূল	৪২৩	রবিউল সরদার	সিপিআইএম	৪১৪
আনিসুর রহমান মণ্ডল	তৃণমূল	৪৬৮	খোরশেদ আলম মৃধা	সিপিআইএম	২২২

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকা

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

শরীর জীবনের উর্ধ্বে তার এক জীবন রয়েছে, মনের জীবন। সে রূপ-রস-রুচির জগৎ। তার আত্মিক আনন্দের জগৎ। পেশা নিযুক্তির বাইরে স্বতন্ত্র আনন্দের জগৎ। পেশা নিযুক্তির বাইরে তাই সে স্বতন্ত্র কোনো পেশায় নিমগ্ন থাকে। কোনো চিত্তাকর্ষক রূপচর্চায়, সম্মোহক ঝোঁক অতি

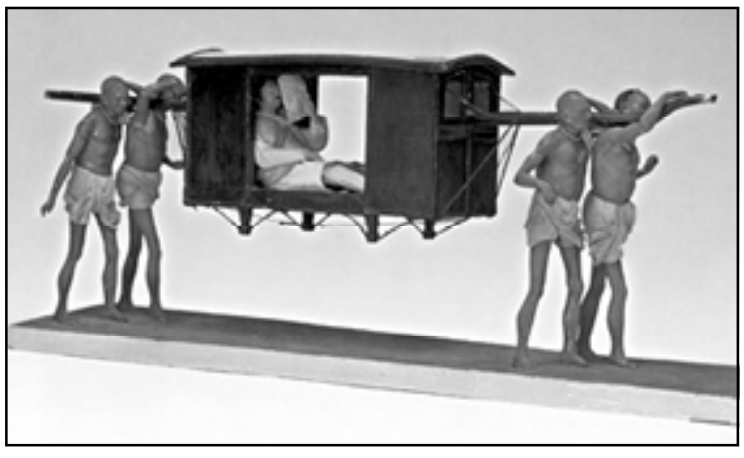

কোমল কাজকর্মে আবিষ্ট হয়। তবে কোনো জীবিকাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। কারণ এই পেশা যেমন ব্যক্তি মানুষের গরজে, তেমনই সমষ্টিগত মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে।

আমাদের চলার পথে প্রতিদিন যেসব মানুষকে পেরিয়ে যাই, ছুঁয়ে যাই, ভুলে যাই কিংবা ক্ষণকালের জন্যও ঘটনাচক্রে মনের মাঝে গেঁথে নিই, তাঁদের প্রতি আমাদের মনোযোগ সত্যিই সীমিত ও সামান্য। সত্যি কথা বলতে গেলে প্রায় উদাসীনতার পর্যায়ে পড়ে। তাই কত বিচিত্র জীবিকা তন্তুজালে যে ঘরে-বাইরে আমাদের চারপাশে ছড়ানো রয়েছে অথচ সেগুলি আমাদের চোখে পড়ে না।

আমাদের চির পরিচিত এই শহর কিংবা শহরতলীর কথা যায়। জীবিকা-উপজীবিকা মিলিয়ে এখানে যে কত জাতের, কত শ্রেণি-উপশ্রেণির বৃত্তি বা পেশায় মানুষ বাঁধা রয়েছে। তার সঠিক নথি বা তথ্য হয়তো নেই। আর নেই বলেই কত বিচিত্র উপজীবিকা যে কালের বিবর্তনের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে কিংবা বিরল ও বিলুপ্ত হতে চলেছে, তা সাধারণত আমাদের খোলা চোখে ধরা পড়ে না। সমাজের চেহারা ও চাহিদা বদল পরস্পর সাপেক্ষ, তাই জনজীবনের রূপরেখায় এই জীবিকার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদান রয়েছে।

পুরনো কলকাতা বা শহরতলির ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক চেহারা আজ কত বদলে গিয়েছে, সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। কলকাতায় পালকি ও অন্য সমস্ত যানবাহন বা গাড়ির প্রচলন হওয়ার পর বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও চোখে পড়ত গরুর গাড়ি। অবশ্য আঠারো শতকেও কলকাতায় পালকির দেখা মিলত। উনিশ শতকের শেষভাগেও একমাত্র কলকাতাতেই পালকির সংখ্যা ছিল ছয়শো'-র মতো। আর পালকির বাহক বা বেহারার সংখ্যা ছিল হাজার দেড়েক। আবার ঘোড়ার গাড়ি চালু হয় আঠারো শতকের শেষের দিকে। আর জলপথের ব্যবহার আরও অনেক আগে থেকেই নৌকা, পানসি বা শালতি। একে একে বহু প্রকার যানবাহন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও দেখেছি কলকাতার হাতিবাগানে রকমারি পাখি বিক্রির বাজার বসত। শহরের রাস্তার পাশে গ্যাসের বাতি নিভেছে। প্রহরে প্রহরে শুধু কলকাতায়ই নয়, শহর ও শহরতলির অলিগলির পথ ধরে পায়ে হেঁটে বা ঠেলা গাড়িতে যে রঙ বদলের খেলায় ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ধ্বনি তরঙ্গে মিশে যেত কালের প্রভাবে তাঁরা আজ অশ্রুত।

সেই বিলম্বিতলয়ের কলকাতায় প্রায় ঘড়ি ধরে সকাল সন্ধ্যায় যারা আনাগোনা করত, তারা আজ কোথায়। আজ তাদের উত্তরপুরুষেরা হয়ত কোনো কল-কারখানার বৃহৎ প্রযুক্তির খেলায় কুটির ঘরানায় পসরা বদলে কোনো ক্রমে টিকে রয়েছে আজও। কিন্তু জীবনের সেই স্বাদ, সেই অন্তরঙ্গ আবেগ হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগেই।

কত মুসকিল আসান— মাটির বেহালার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ফেরিওয়ালার বেহালা বাদনের মিঠে সুরের মুর্চ্ছনা আজ আর শোনা যায় না। কুলপি মালাই, বরফের ডাক, বেল ফুলের হাঁক, বাঁদর ও ভল্লুকের নাচ, সাপুড়ের বিন বাদন সহ সাপের খেলা, বাসনওয়ালার কাঁসর বাজিয়ে ঢং ঢং ধ্বনি মুছে গেছে। বাসন ঝালাইওয়ালা, শিল কোটাওয়ার হাঁক, এমন আরও কত হাঁক বা ধ্বনি শোনা যেত সে সব আজ উধাও।

একে একে উধাও হয়েছে ঘোড়ায় টানা ট্রামের পর ঘোড়ায় টানা গাড়ির পর্বও শেষ। পথের ধারে দীর্ঘাকৃত ধাতব পানপাত্র যাকে বলা হত ঘোড়ার চৌবাচ্চা তা আজ উধাও। শহর কিংবা গ্রামগঞ্জে 'জাগতে রহো' চৌকিদারি হাঁক ও ভিস্তি ওয়ালার দৌড় নিশ্চিহ্ন। হিঙের গন্ধ ছড়ানো কাবুলিওয়ালার কণ্ঠস্বর আজ নীরব। শহরে রাস্তা ভেজানো হোস পাইপের ফট ফট শব্দ আজ মুছে গেছে। সেই সঙ্গে মুছে গিয়েছে ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো যন্ত্রের টরে টক্কা ধ্বনি। কোর্ট চত্বরে খট খট আওয়াজ তোলা টাইপরাইটার মেশিনটাও আজ স্তব্ধ। শুধু আমাদের প্রিয় শহর কলকাতাই নয়— এত কিছুর সঙ্গে তার অলিখিত ইতিহাস আজ হারিয়ে গিয়েছে আজব জীবিকার হাত ধরে।

ছবি সৌজন্যে গুগুল

সার্বভৌম সমাচার পড়ুন পড়ান সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন— ৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২
https://www.sarbabhaumasamachar.in/

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২৯টি। তৃণমূল- ১৮টি। বিজেপি ১১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
রেখা বৈরাগী রায়	তৃণমূল	৪৮৫	অলোকা সরকার	বিজেপি	৪৪৯
পরিমল বিশ্বাস	বিজেপি	৩৫৮	বিশ্বজিৎ দাস	তৃণমূল	৩২৬
সরস্বতী বিশ্বাস মণ্ডল	তৃণমূল	৩২৫	রেবা সরকার মণ্ডল	বিজেপি	২৬৭
অঞ্জনা বিশ্বাস	বিজেপি	৫৩৩	জেসমিনা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৪৫
শঙ্কর মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯২	অশোক মণ্ডল	বিজেপি	৩৬০
সঞ্জয় মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫৪	গৌতম কুমার মণ্ডল	বিজেপি	২৭৭
মৌলি বাইন	তৃণমূল	৪৭০	মিতালি হালদার	বিজেপি	৩৭৩
স্বপ্না ঘোষ	তৃণমূল	৩১২	তৃষ্ণা হালদার	বিজেপি	২৬৮
শীলা দেবনাথ	বিজেপি	৩৪৩	টুসি পোদ্দার	তৃণমূল	২৫৫
তাপস প্রামানিক	তৃণমূল	২৮৯	দেবাংশু পাল	বিজেপি	২৮৫
লতিকা মণ্ডল	তৃণমূল	৩১৬	অর্পিতা সরকার আউলিয়া	বিজেপি	২০৬
অসীমা দাস	তৃণমূল	৪৪৯	স্বপ্না সানা	বিজেপি	২৫০
প্রমিলা মল্লিক	তৃণমূল	৩২৩	রামকৃষ্ণ বিশ্বাস	বিজেপি	২৭১
হিমাংশু মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৭	সুমিত্রা হালদার	বিজেপি	১১৬
মামনি মণ্ডল	তৃণমূল	৫২১	লক্ষী মহালদার	বিজেপি	৯২
ললিতা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৬৪	কবিতা মণ্ডল	বিজেপি	২৮১
সৌমেন সরকার	বিজেপি	৪৪১	শ্যামল সরকার	তৃণমূল	৪১৮
শম্পা দাস	বিজেপি	৩০৫	কুহেলী পাইক বর	তৃণমূল	২২৫
মিঠুন বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৩	তমাল দলপতি	বিজেপি	২৮২
কেয়া সরকার ঢালী	বিজেপি	৪৯০	সোনালী মণ্ডল	তৃণমূল	২৯৫
সহদেব সরকার	তৃণমূল	৩২২	মাম্পি বৈরাগী মণ্ডল	বিজেপি	২২০
সোমা মণ্ডল চৌধুরী	তৃণমূল	৩২০	জয়ন্তী কুন্ডু	বিজেপি	২১০
অনুপমা পাঠক	বিজেপি	৩০৮	সাধন মণ্ডল	তৃণমূল	৩০২
দুলাল দাস	বিজেপি	৬০৯	অপূর্ব কুমার সরকার	তৃণমূল	৪০৭
মুক্তি সরকার	তৃণমূল	৩৬৭	শীলা মজুমদার	বিজেপি	২৭৯
রাজেশ বিশ্বাস (মানিক)	বিজেপি	৩৪১	মিহির মণ্ডল	তৃণমূল	১৯৪
তুতুন বিশ্বাস	বিজেপি	৬২০	মিলি মণ্ডল রায়	তৃণমূল	২৪২
ডলি বিশ্বাস দেবনাথ	তৃণমূল	৩৬৩	কৃষ্ণপদ মালাকার	বিজেপি	৩১৪
সুখেন্দু ভৌমিক	বিজেপি	২৯৯	জয়ন্ত কুমার মল্লিক	তৃণমূল	২১৭

গেপালনগর- ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২৯টি। তৃণমূল- ১৮টি। বিজেপি ১১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
শর্মিষ্ঠা অধিকারী	তৃণমূল	৩৫৩	রুমা হালদার	বিজেপি	২৬৩
কাজল মণ্ডল	তৃণমূল	৪৬৮	কবিতা সেন	বিজেপি	৩৫৪
নিলিমা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৯১	বিথিকা সরকার	বিজেপি	৩২৯
শিখা হালদার	তৃণমূল	৩০৯	প্রকাশ হালদার	সিপিআইএম	১৯০
কাকলী মজুমদার	তৃণমূল	৪১৬	জ্যোৎস্না বসু	সিপিআইএম	১৭৭
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস	তৃণমূল	৫১৩	সাহিদুল মণ্ডল	সিপিআইএম	২৬৪
বুলবুলি শর্মা	তৃণমূল	৩৮৭	হালিমা বিবি	সিপিআইএম	৩১২
অনিতা দাস	তৃণমূল	৩৫৩	জবা বিশ্বাস হালদার	সিপিআইএম	৩২০
গোপাল হালদার	বিজেপি	২৩১	সুজিৎ মল্লিক	তৃণমূল	২০৮
সৌমিত্র বিশ্বাস	তৃণমূল	১৮৭	শ্যামল পাল	সিপিআইএম	১৫৩
নুপুর মণ্ডল	তৃণমূল	৫৭৮	তপতী সেন	কংগ্রেস	২৬৭
পুরবী ব্যানার্জী	তৃণমূল	৫৭৫	সুচিস্মিতা চ্যাটার্জী পাল	সিপিআইএম	৩২৬
শীলা দেবনাথ	তৃণমূল	৪৩৯	রাকেশ বৈদ্য	বিজেপি	৩০১
সাবিত্রী হালদার	তৃণমূল	৬০৫	মিঠু মণ্ডল	বিজেপি	১৬২
এহান আলি মণ্ডল	তৃণমূল	৩৭৩	মোক্তার মণ্ডল	সিপিআইএম	২২৯
লক্ষ্মী যশোহারা	তৃণমূল	৪৩৫	রুবিনা খাতুন	সিপিআইএম	৩৫০
শেফালী বালা	তৃণমূল	৪৯১	রিঙ্কু বিশ্বাস	সিপিআইএম	৪৮৮
ঊষা কান্তি পাল	তৃণমূল	৫৪৮	আসগার আলি মণ্ডল	সিপিআইএম	৪৪৮
তাসলিমা খাতুন	তৃণমূল	৪১৫	আলেয়া মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৭৯
নাজমুল দফাদার	সিপিআইএম	২৭৯	লতিকা মল্লিক	তৃণমূল	২৪৭
সাধন বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৩৭	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	সিপিআইএম	৪১১
ইজাজুর রহমান	তৃণমূল	৬৭৪	শাহাবুদ্দিন মণ্ডল	সিপিআইএম	২০৯

দিঘাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ১৬টি। তৃণমূল- ১১টি। বিজেপি ৫টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
শিলা হীরা	তৃণমূল	৪২৫	শুক্লা চক্রবর্তী	বিজেপি	৪১১
রীনা দাস	তৃণমূল	৩৮৯	শুক্লা বিশ্বাস	বিজেপি	২১৫
বিশ্বজিৎ সরদার	বিজেপি	২৮৭	রমেন সরদার	তৃণমূল	২২৮
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল	৫২১	সাধন সরকার	বিজেপি	৪৭৭
তনুশ্রী মজুমদার	তৃণমূল	৩২০	শর্বানী বিশ্বাস মজুমদার	বিজেপি	২৩৩
সরলা মুন্ডারী	বিজেপি	৪৮২	গঙ্গারাম মুন্ডারী	তৃণমূল	৪৩৩
অচর্ণা বালা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৪৬	সুপ্রিয়া বিশ্বাস	বিজেপি	৩৪৪
বাবলী বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৩৪	জয়ন্তী সেন বাছাড়	বিজেপি	২৪৫
নিমাই হালদার	তৃণমূল	৩২২	শচীন্দ্র নাথ সরকার	বিজেপি	২৩৭
বুলটি মণ্ডল	তৃণমূল	৩৩১	বুলু সরকার	বিজেপি	২৯১
গৌরাঙ্গ সরকার	তৃণমূল	৩৪১	সঞ্জীব কুমার রায়	নির্দল	২৪০
অরবিন্দ মণ্ডল	তৃণমূল	৪১০	মালিয়া সরকার	বিজেপি	৩১৪
পাপিয়া সরকার	তৃণমূল	৫৪৪	নমিতা মণ্ডল	বিজেপি	২৫৪
ঝুমা সরকার	বিজেপি	১৮০	অনিমা বিশ্বাস	তৃণমূল	১০৩
অমৃত পাল	বিজেপি	৩৮৯	স্বপন বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮২
বলাই তরফদার	বিজেপি	১৬৯	ইলা মণ্ডল	তৃণমূল	১৫৮

বাকী পরের সপ্তাহে

দীপা ব্রহ্মের জীবনাবসান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৯ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জেলা তথা রাজ্যের স্বনামধন্যা নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম। শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার কর্ণধার তথা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য আশিস চ্যাটার্জীর সহধর্মিনী দীপা ব্রহ্ম দীর্ঘ ৪০ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ সুনামের সাথে মঞ্চে অভিনয় করে আসছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বহু মঞ্চে তাঁর অনবদ্য অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। নাট্যাভিনয় ছাড়াও নাটকের গান, নাট্য গবেষণা, সংলাপ, আবৃত্তি দীপাদেবীকে দর্শক সাধারণের মনের স্থান করে দিয়েছে।

বিজেপি কর্মীদের রান্নাবান্না করে খাওয়ানোয় কৃষকের জমির ফসল কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল

প্রতিনিধি ঃ গ্রামে জিতেছে বিজেপি। সেই আক্রোশে ভোটের দিন বিজেপি কর্মীদের রান্নাবান্না করে খাওয়ানোয় অপরাধে এক কৃষকের জমির ফসল কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৪ নম্বর বুথে। বনগাঁ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন কৃষক তরুণ বিশ্বাস।

তাঁর অভিযোগ, 'তিনি নিজের জমিতে চাষবাসের পাশাপাশি ক্যাটারিং এর কাজ করেন। ভোটের দিন দুপুরে কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৪ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মীদের অর্থের বিনিময়ে রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেই আক্রোশে তার প্রায় এক বিঘা জমির ওলের ক্ষেত, পেঁপে গাছ, পটল ক্ষেত নষ্ট করেছে কে বা কারা।

মাঝের পাড়ার ৬৪ নম্বর বুথ থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থীর নাম পরিমল বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'তরুণ কোন রাজনীতি করে না। ওর অপরাধ ও ভোটের দিন দুপুরে আমাদের কর্মীদের রান্না করে খাইয়েছিল। ভোটের ফলাফলে তৃণমূল এখানে পরাজিত হওয়ায় আক্রোশে ওর সমস্ত জমির ফসল কেটে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। অবশ্যই তারা তৃণমূলের লোক হতে পারে। স্থানীয়দের বক্তব্যে ৫০ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা কখনো এলাকায় ঘটেনি।'

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল এই সমস্ত কালচারে বিশ্বাসী নয়। দু'এক জায়গায় ভোটে জিতে প্রচারের আলোয় আসার জন্য এখন নিজেরা বিভিন্ন অপকর্ম করে তৃণমূলের নাম দিচ্ছে।'

জয়ী প্রার্থীকে শংসাপত্র না দেওয়ার অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেছে। কিন্তু দলদাস পুলিশ প্রশাসন তৃণমূল প্রার্থীকে অন্যায় ভাবে জয়ী ঘোষণা করেছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা হাইকোর্টে পিটিশন করব। অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর এই ভোট করার কি দরকার ছিল? পুলিশ প্রশাসন বিডিওর মান-সম্মান লজ্জা শরম বলে কিছু নেই। এদের গণধোলাই খাওয়া উচিত। এরা গণধোলাই খাওয়ার মতন কাজ করছেন।'

এদিন অবরোধ চলাকালীন বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভাও করা হয়। সেখানে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বিডিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে খেলা শুরু করেছেন সাবধান হয়ে যান। বিডিও আপনি পালিয়ে পার পাবেন না। যেখানেই আপনি যান না কেন বাগদার মা বোনেরা আপনাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে ঝাঁটাপেটা করবে।' অবরোধ এক ঘন্টা চলার পর সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা ভেবে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গণনা শেষ হতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। বিজেপি প্রার্থীর পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থীও সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। গণনার পর ব্যালট কম্পাইল করতে দীর্ঘ সময় লাগে। সে কারণেই এদিন সকালে সঠিক ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'পরাজয় মেনে নেওয়াটা বিজেপির অভিধানে নেই। অন্যান্য রাজ্যে ওরা সন্ত্রাস ছাপ্পা করে ভোটে জয়লাভ করে। এখানেও তারা ভেবেছিল সন্ত্রাস করে জিতবে। মানুষ যোগ্য জবাব দিয়ে দিয়েছে।

হেলেঞ্চায় বিক্ষোভরত বিজেপি সমর্থক

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি

সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৬টি। বিজেপি ১৪টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
স্বপ্না বিশ্বাস	তৃণমূল	৪১১	সাথী বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩০
অনামিকা বিশ্বাস	বিজেপি	৬০৯	মাম্পি বিশ্বাস	তৃণমূল	৪০২
সুপর্ণা রায় বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৩৮	সুমিতা বিশ্বাস	বিজেপি	৪২৮
শিশির বিশ্বাস	বিজেপি	২৯৬	সমীর মজুমদার	তৃণমূল	২১৫
শম্পা মণ্ডল সরকার	তৃণমূল	৩৩৯	লতিকা মণ্ডল	বিজেপি	২২৯
সাধনা বাছাড় রায়	তৃণমূল	২৭৬	শোভা পাল চৌধুরী	বিজেপি	২৭০
সৌমেন ঘোষ	তৃণমূল	৪৩৬	জলিল মণ্ডল	কংগ্রেস	২৬৫
আরতী সাঁতরা	বিজেপি	৩৩৬	শেফালী বাগ	তৃণমূল	২৬১
প্রদ্যুৎ মণ্ডল	বিজেপি	৪২৭	বিক্রম বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৭০
রতন সরকার	তৃণমূল	৪০০	সুভাষ চন্দ্র মিস্ত্রি	সিপিআইএম	২৭০
সুনন্দা বিশ্বাস বাগ	বিজেপি	৩৫৮	টুম্পা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৪৭
রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	তৃণমূল	২৭৭	জগদীশ সাঁতরা	সিপিআইএম	২২৫
মাধুরী বালা	তৃণমূল	৩৩৬	যমুনা বিশ্বাস	বিজেপি	২৯০
সাথী মণ্ডল	বিজেপি	৪৬০	লতিকা হালদার	তৃণমূল	৪৪৮
তারক ঘরামী	বিজেপি	৩৬৪	দীপক বিশ্বাস	তৃণমূল	৩১৩
পঙ্কজ পাল	বিজেপি	২৭৬	গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস	নির্দল	২৫৯
সেরিনা শেখ	তৃণমূল	৪৪৬	পাপিয়া হাওলাদার	বিজেপি	২৫৮
তন্ময় রায়	তৃণমূল	৪২৪	কুবের গোস্বামী	বিজেপি	২০১
কল্পনা মণ্ডল	বিজেপি	৩৩৫	রুম্পা হালদার	তৃণমূল	৩১১
নিলিমা সিকদার বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩২	চায়না বালা বৈরাগী	তৃণমূল	২৬৩
বিজয় বাইন	বিজেপি	৩৫৫	চীরঞ্জিব হীরা	তৃণমূল	২৮৫
নিতাই চন্দ্র বালা	বিজেপি	৩২৩	কনিকা বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৯
পুষ্প মজুমদার	তৃণমূল	৩৭৮	সোমা বিশ্বাস	বিজেপি	৩২৪
সীমা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪১৩	ভজনা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৭২
অসীম বিশ্বাস	বিজেপি	২৭৮	তাপস বিশ্বাস	তৃণমূল	১৪২
ময়না রায়	তৃণমূল	২৯৭	খুশিলতা সরকার	বিজেপি	২৭৬
সুরঞ্জন বিশ্বাস	বিজেপি	২৩৯	গোবিন্দ বনিক	তৃণমূল	১৯০
পূর্ণিমা মজুমদার	তৃণমূল	৪৩৩	বাবলু সরকার	বিজেপি	২৮৬
নিশিকান্ত সরদার	তৃণমূল	৫২৪	অনুপ সরদার	বিজেপি	৪৯৭
অমল বক্সি	তৃণমূল	৪৭২	রাজু বক্সি	বিজেপি	৪৪২

রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৫টি। বিজেপি ১২টি। সিপিআইএম ৩টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
মল্লিকা বাগ	বিজেপি	৪০০	সরস্বতী বাগ	তৃণমূল	৩৪৯
দিপালী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪১০	শিখা মান্না	বিজেপি	৩৭৯
বেগম বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৪৩	পারভিনা মণ্ডল	তৃণমূল	২০৪
সুজিত সাহা	তৃণমূল	৩৩৯	সমীর সাহা	সিপিআইএম	৩২৭
আফসানা মণ্ডল	তৃণমূল	৫৬০	ববি সাঁতরা	সিপিআইএম	২৭৬
বিউটি বাড়ৈ	তৃণমূল	৩৩৭	সারথী বিশ্বাস	বিজেপি	১৭৭
বিশ্বজিৎ মণ্ডল	বিজেপি	৩৯৪	সমরজীৎ দাস	তৃণমূল	৩৮০
সুলতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩০৭	সুমিত্রা রায়	সিপিআইএম	২৯০
নিতাই পদ বাকচী	বিজেপি	৩২৭	পরিমল কান্তি বিশ্বাস	তৃণমূল	২৩৭
আব্দুল গফফর মণ্ডল	তৃণমূল	৩২৮	মাজিত মল্লিক	সিপিআইএম	২৭১
শান্তনা বিশ্বাস	বিজেপি	৪৪১	পবিত্র মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫৫
রুমা মণ্ডল	বিজেপি	২৬৬	রীনা মণ্ডল	তৃণমূল	২৩৪
সুকুমার বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৪	টুম্পা বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৪
শিলা সাধক	বিজেপি	২৮৩	সঞ্জিত চৌধুরী	তৃণমূল	২৫০
সৌমিত্র রায়	তৃণমূল	১৭৯	শরৎ বিশ্বাস	বিজেপি	১৪৯
হারান সরকার	তৃণমূল	৩৩৮	সম্রাট তরফদার	বিজেপি	২১০
সুমিত্রা মণ্ডল	তৃণমূল	২৭৭	সুদীপা সরকার বিশ্বাস	নির্দল	২৫০
গীতা মণ্ডল	বিজেপি	২৭৫	স্বপ্না ঘোষ	তৃণমূল	২৫১
গণপতি বিশ্বাস	সিপিআইএম	৩৪১	কুমুদ রঞ্জন মণ্ডল	বিজেপি	১৬৭
অর্চনা ঘোষ	বিজেপি	২৭৫	মায়া মণ্ডল	তৃণমূল	২৩৭
কালীদাস মুদি	বিজেপি	৪৫১	প্রশান্ত বৈদ্য	তৃণমূল	২৬১
সুলেখা মণ্ডল সিকদার	তৃণমূল	৪৭৭	তিথি সেন	নির্দল	৪১৪
নরেশ চন্দ্র পোদ্দার	তৃণমূল	৩৮৫	রাম সরকার	বিজেপি	২৯৭
সাগরিকা সরদার	তৃণমূল	২৪৩	স্বপ্না সরদার	বিজেপি	১৯৯
অসিম বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৫৩	গনেশ রায়	তৃণমূল	২২৪
স্বপন বিশ্বাস	তৃণমূল	৩০৯	সনৎ ঘোষ	সিপিআইএম	২২৯
রূপা বাওয়ালী	বিজেপি	৪২৫	অর্পিতা মণ্ডল	তৃণমূল	২৭৩
বাসন্তি বিশ্বাস	তৃণমূল	২৩০	কৃষ্ণেন্দু মৌলিক	নির্দল	১৭৫
রঞ্জিত ঘোষ	তৃণমূল	৪৮৩	তরুন কান্তি মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৪৮
সম্রাট দাস	বিজেপি	৬৫৩	সরজিৎ সার্বন	তৃণমূল	১৬৭

বাকী পরের সপ্তাহে

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গুলি বোমা নিয়ে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ বিজেপির এক নির্বাচনী এজেন্টের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি বোমা ছোড়া হলো বলে অভিযোগ উঠল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার দিঘাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুরালি এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোলও উদ্ধার হয়েছে।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম শান্তনু মুখোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, বুধবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এক তৃণমূল নেতার নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা এসে তার বাড়িতে হামলা চালায়। তিনি মোবাইলে ছবি তুলতে গেলে ঘর লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয়। পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আরো গুলি বোমা ছোড়া হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে শান্তনু বাবুর পরিবারের লোকজন। স্থানীয় শিমুলিয়া বাজারে তার একটি সাইকেলের দোকান রয়েছে। তার দাবি, ' দুষ্কৃতীরা তাকে হুমকি দিয়ে বলে গিয়েছে, দোকান খুললে বুকে গুলি করবে।'

বৃহস্পতিবার শান্তনু বাবুর বাড়িতে যান বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস। তিনি বলেন, ওই এলাকায় আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী সুশীল সর্দারের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন শান্তনু বাবু। এলাকায় ভোটের প্রচারে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এসব কারণেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বোমাগুলি নিয়ে তার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে।'

অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন 'ভোটে হেরে বিজেপি মিথ্যাচার করছে। এখন আমরা কেন হামলা করতে যাব। এখন হামলা করলে কি আমাদের ভোট বাড়বে!

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৬টি। বিজেপি ৯টি। সিপিআইএম- ৩টি। নির্দল ২টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
ঊষা রায়	তৃণমূল	৩১৫	সুলেখা রায়	বিজেপি	২১২
ববিতা সরকার	তৃণমূল	৪৩৯	লাবনী সরকার	বিজেপি	৩০৭
সুমনা মণ্ডল	তৃণমূল	৫৫২	তাপসী রায়	বিজেপি	৪১৮
শ্যামা সরকার	বিজেপি	৩৫৯	শিবানী বৈদ্য	তৃণমূল	২৬৪
নমিতা সরকার	সিপিআইএম	৩৬০	চন্দনা মণ্ডল	তৃণমূল	২৪০
স্বপ্না দাস	তৃণমূল	৪৬৪	রুপা সরকার	বিজেপি	৩৯০
রীনা পাঠক	তৃণমূল	৩১২	মিহির গোলদার	বিজেপি	২৮২
সন্ধ্যা বিশ্বাস	বিজেপি	২৯৯	সুচিত্রা পাঠক	তৃণমূল	২৫১
মাধবী বাকচী	বিজেপি	৫৪৪	শেফালী পোদ্দার	তৃণমূল	৪২৫
গোলাপী সরকার	বিজেপি	৩৬৯	অঞ্জলি মল্লিক	তৃণমূল	৩১০
মণিমালা বিশ্বাস	তৃণমূল	৬৬৩	রথীন মজুমদার	বিজেপি	৩৯৫
বৈশাখী বর বিশ্বাস	তৃণমূল	৫২০	দীপিকা বিশ্বাস	বিজেপি	১৮৪
নিলিমা বিশ্বাস ঢালী	সিপিআইএম	৩৮৪	পরিতোষ ঢালী	তৃণমূল	৩০৮
শতদল দেব	সিপিআইএম	৩৮৬	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য	তৃণমূল	২৮১
শিউলি মণ্ডল	বিজেপি	৪৪২	অনিতা সরকার	তৃণমূল	৩৭৯
বিউটি ঢালী	বিজেপি	৪৩৪	রমা দত্ত	তৃণমূল	৩৬৪
দীপক কুমার দাস	তৃণমূল	৩২৫	সঞ্জিব কুমার দাস	বিজেপি	৩০১
চামেলি সাহা বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৪৮	শঙ্করী সরকার	বিজেপি	২২৩
বিমল কুমার বিশ্বাস (মানু)	তৃণমূল	৩৫০	পূজা দাস	বিজেপি	৩৩৪
কল্যানী পাণ্ডে	তৃণমূল	৪২৭	পূজা সাহা	বিজেপি	১৬৬
উত্তম সাহা	তৃণমূল	৩৩৫	ছায়া দাস	বিজেপি	২২৩
শর্মিষ্ঠা ঘোষ রায়	তৃণমূল	২৯৪	শম্পা সরকার বাছাড়	বিজেপি	১৩৪
বিকাশ রায়	বিজেপি	৩০০	ময়ুখ মণ্ডল (শানু)	সিপিআইএম	২০৩
মন্টু বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৬	চিন্ময় ভক্ত	তৃণমূল	২৪০
সোমা গাইন মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯১	স্বপ্না মল্লিক	বিজেপি	৩৬০
সুষমা মজুমদার দাস	তৃণমূল	২৯৩	প্রণব কুমার সরকার	বিজেপি	২৪৭
ইতা লোধ রায়	তৃণমূল	৫৮৩	জলি রায়	বিজেপি	২৩১
শান্তনু রায়	নির্দল	৩১০	হীরক সরকার	তৃণমূল	২২৭
রতন রায়	নির্দল	৩৪১	প্রদীপ দত্ত	তৃণমূল	২৬১
সাধন বিশ্বাস	বিজেপি	৪৮১	মিলন গাইন	তৃণমূল	৪১৩

বাকী পরের সপ্তাহে

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন 8967028106
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

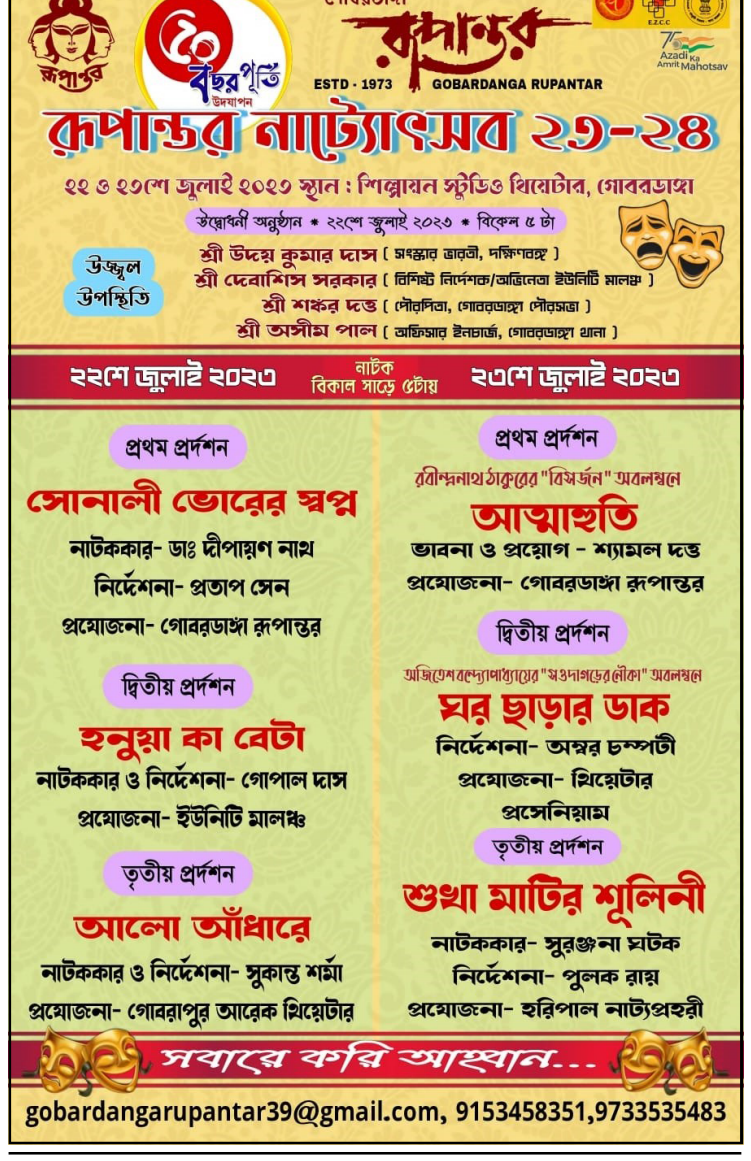

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Propritor
F LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**